জাতীয় বাজেট ২০২২–২৩: সারসংক্ষেপ

মহিলা ও শিশু

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by
the European Union

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২২

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১। প্রেক্ষাপট এবং মহিলা ও শিশু খাতের বাজেট

২০২২–২৩ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুসরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। নারীর মানবিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য অবকাঠামো ও যোগাযোগ পরিষেবা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা হচ্ছে।

পল্লী ও শহর এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মা-দের স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তানের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে মাতৃত্বকালীন ভাতা ও কর্মজীবী 'ল্যাকটেটিং মাদার' সহায়তা প্রদান এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ও আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রি কলেজ স্থাপন, তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, এ সমস্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়নসহ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার আশা প্রকাশ করেন।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিকে সর্বোত্তম বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এবারের জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিয়ে ২০২২–২৩ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ লাখ ৫৪ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে যা গত অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা রাখা হয়েছিল ১০ লাখ ৪৫ হাজার। ফলে ২০২২–২৩ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়বে ২ লাখ ৯ হাজার।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি কার্যক্রমে এবং দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির আওতায় পল্লী ও শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে শতকরা ৫০ ভাগ নারী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ মহিলা ভাতা এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রমগুলোতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বার্ষিক গড়ে ১.২০ লাখ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। সামাজিক অপরাধপ্রবণ নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ছয়টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২। মহিলা ও শিশু খাতে ২০২২–২৩ বাজেট প্রস্তাবনা

২০২২–২৩ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু খাতে ৪,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে, যা ২০২১–২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৮৭ কোটি টাকা বেশি অর্থাৎ ৫ শতাংশের বৃদ্ধি (লেখচিত্র-১)। বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৮২ শতাংশ ব্যয় হবে উন্নয়ন কার্যক্রমে (লেখচিত্র-২)।

লেখচিত্র ১: মহিলা ও শিশু ২০২২–২৩ খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাবনা

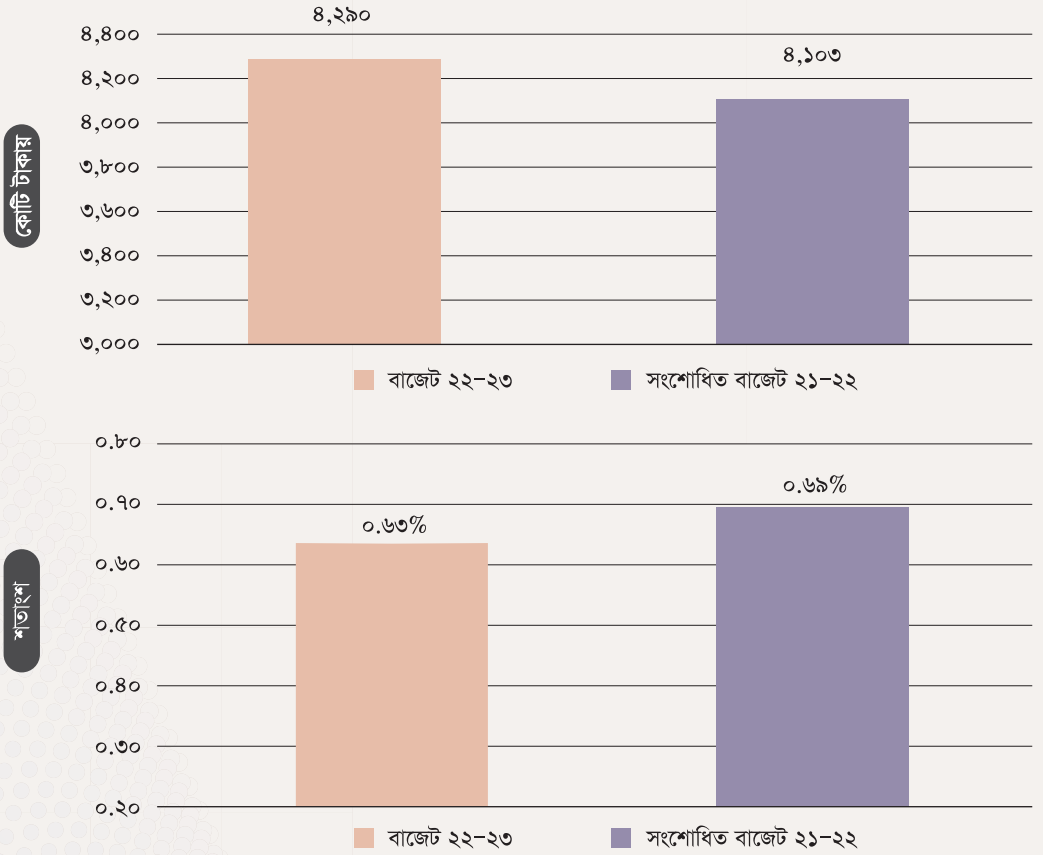

তথ্যসূত্র: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২২–২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়

লেখচিত্র ২: মহিলা ও শিশু ২০২২–২৩ বাজেটে পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট

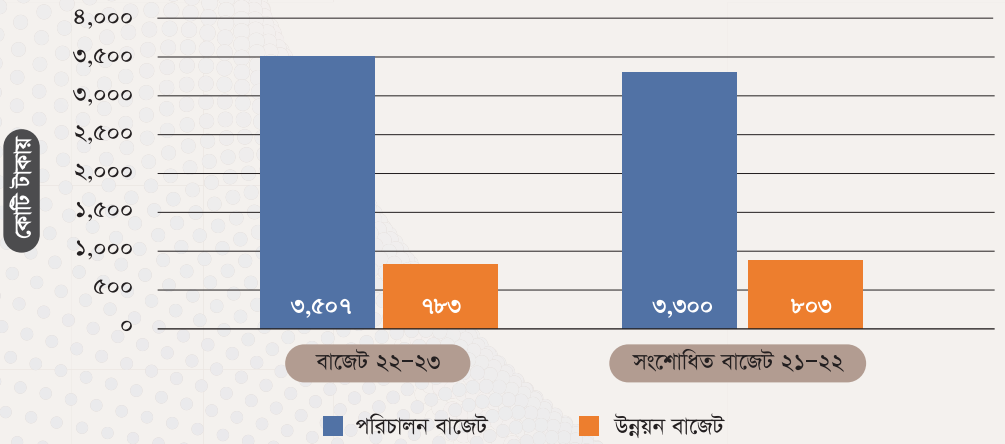

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৩। সামাজিক সুরক্ষার আওতায় মহিলা ও শিশু খাতে বরাদ্দ

সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নারী ও শিশু খাতে ৭৪৫ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবনা আছে যা সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশ (লেখচিত্র-৩)।

লেখচিত্র ৩: বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহিলা ও শিশু খাতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

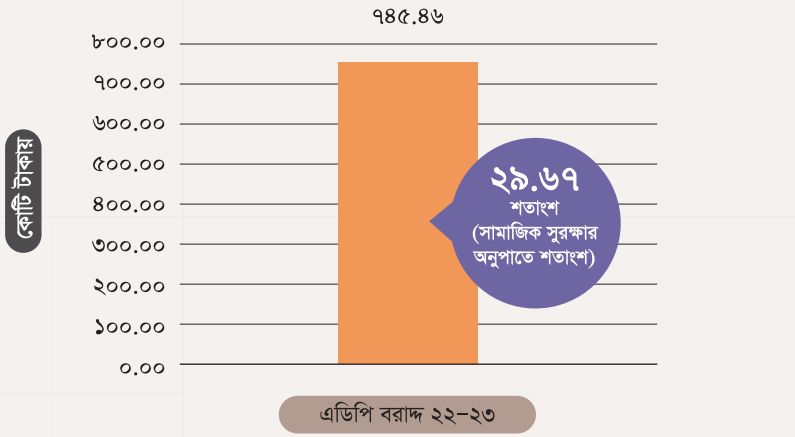

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

৪। উপসংহার

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন সরকারের নীতি এবং আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার ও অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ, শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধা সরবরাহ করা, তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পুষ্টিতে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, মেয়েদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন সূচকে সুযোগ প্রদান করা, শিশুদেরকে সকল ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করা এবং শিশুদের বিকাশের জন্য জনসাধারণের সমর্থন নিশ্চিত করা। এ খাতের বাজেটের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.